উত্তর আমেরিকার সংস্কৃতি ”টিপস”

জসিম মলিক   টরন্টো থেকে

উত্তর আমেরিকার সংস্কৃতিতে টিপস প্রথা আয়ের একটি অন্যতম উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়। আমরা যেটাকে বলি বখশিশ সেটা এখানকার মানুষের কাছে টিপ বা টিপস। অনেক কাজেই টিপ প্রথা চালু আছে। যারা রেষ্টুরেন্টে কাজ করে তাদের আয়ের একটি বড় অংশই টিপ। অনেক সময় মূল আয়ের চেয়েও টিপ বেশী হয়ে থাকে। ধরা যাক কেউ হয়ত ঘন্টায় ১০ ডলার আয় করে থাকে। সে যদি সাপ্তাহে ৪০ ঘন্টা কাজ করে তাহলে তার আয় ৪০০ ডলার। সাধারণত প্রতিদিন ৮ ঘন্টা কাজ করলেই ফুল টাইম হিসাবে ধরা হয়। অর্থাৎ ৫দিনে ৪০ ঘন্টা। এই ৪০০ ডলার থেকে আবার ট্যাক্স কেটে নেয়া হবে। কারণ তাকে এই ৪০০ ডলার পেমেন্ট দেয়া হবে চেকের মাধ্যমে। কিন্তু টিপ দেয়া হয় ক্যাশে। এবং একজন লোক প্রতিদিন কত টাকা টিপ পেলো সেটা কারো পক্ষেই জানা সম্ভব না। এটা নির্ভর করে টিপটা যে দেয় তার উপর। এমন হয় যে মূল আয়ের চেয়েও বেশী হতে পারে টিপ।

রেষ্টুরেন্ট ছাড়াও আরও অনেক কাজে টিপ চালু আছে। যেমন যারা পিজা ডেলিভারি করে তারা ভালো আয় করে থাকে। পিজা ম্যানদের কাজটাও আরামের বলা যায়। শুধু গাড়ি করে সময়মত খাবারটা পৌঁছে দেয়া। একটি পিজা ডেলিভারির জন্য সর্বমোট ৪০ মিনিট সময় বরাদ্দ থাকে। এর মধ্যে পিজা তৈরী করে হট ব্যাগে করে সময়মত পৌঁছাতে হবে। অনেক কোম্পনী আছে যাদের পিজা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না পৌঁছাতে পারলে কাস্টমারকে ফ্রি দিতে হয়। এজন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে রাস্তাঘাট সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা। উত্তর আমেরিকার অর্ধেক মানুষের জীবন চলে পিজা খেয়ে। আমরা বাঙালিরা যেমন রান্না করতে যেয়ে প্রচুর সময় ব্যয় করি। ওরা তা করে না। নানা পদের পিজায় প্রচুর ফুডভ্যালু থাকে। বিশেষ করে শুক্র শনি রবি এই ক’দিন পিজা স্টোরগুলো খুব বিজি থাকে। এখানকার ব্যস্ত পিজা দোকানগুলো বেশীরভাগই ফ্রেন্সসাইজ। যেমন পিজা হাট, পিজা পিজা, ডমিনো’জ, উইংমেশিন প্রভৃতি। টরন্টোতে দুইএকজন খুব সফল বাঙালি ব্যবসায়ী আছেন। যেমন খান সারওয়ার। তিনি দুটো ডমিনো’জ পিজা স্টোরের মালিক।

যারা ক্যাসিনোতে কাজ করেন তারাও প্রচুর টিপ পেয়ে থাকেন। স্ট্রিপবারে যে সকল সুন্দরী মেয়েরা নাচের তালে তালে কাপড় উন্মোচন করে তার সেন্দীর্য প্রদর্শন করেন তারাও ভালো আয় করে থাকে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে আমার সৌন্দর্য আছে তা আমি দেখাবো না কেনো? যারা ট্যাক্সি চালান তারাও ভালো আয় করেন। এমনও হয় যে হয়ত ভাড়া উঠলো ৫০ ডলার কিন্তু টিপ পেয়ে

গেলেন ১০০ ডলার। সব সময় যে এমনটা হবে তা না। টিপ একদমই লটারির মতো। কে যে কখন টিপ দেবে তা বলা যায় না।

আমার এক মরোক্কান বন্ধু আছে। নাম ইমাদ। পিজা ডেলিভারি করে। সদ্য এসেছে আমেরিকা থেকে। এখানে এসে নতুন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে। স্ত্রীর সাথে ফাইট। ফাইট মানেই অনিবার্যভাবে বিচ্ছেদ। এখানে স্ত্রী যা বলবে পুলিশ তাই শুনবে। স্বামীর কথার কোনো দাম নেই। মেয়েদের ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য প্রচুর সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে। তো ইমাদ মাসে কমপক্ষে ৩ হাজার ডলার আয় করে থাকে। পিজা ডেলিভারি করে সে ভালোভাবেই চলতে পারছে। যারা নতুন এ দেশে পা রাখে তাদের সারভাইভ করার জন্য এই ধরণের কাজ বেছে নিতে হয়। এজন্য অবশ্য খুব ভালোভাবে ড্রাইভিং রপ্ত করতে হবে। পিজাম্যানদের প্রচুর ট্রাফিক আইন ভঙ্গের টিকেট খেতে হয়। ট্যাক্সি চালকেদেরও তাই।

সাধারণত কালো এবং ব্রাউন কালার লোকরা টিপ প্রথায় অভ্যস্ত না। তারা টিপ দিতে কার্পন্য করে থাকে। মূলত সাদারাই বেশী টিপ দেন। এটা তাদের সংস্কৃতির একটি অংশে পরিণত হয়েছে।

Toronto

jasim.mallik@gmail.com